ভ্রমণ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাকরণ

এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবার অনেক নিয়ম-কানুন আছে। এই অংশে ভ্রমণকে সহজ করার জন্য যা যা করা দরকার তা তুলে ধরা হল ।

প্রাক-গমন কার্যাবলী

চেকলিষ্ট

বিদেশ যাত্রার কয়েকদিন আগে প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের একটি চেকলিষ্ট তৈরি করতে হবে এবং চেকলিষ্টে থাকবে ঃ

- ভিসা সিলসহ পাসপোর্ট,
- টিকেট,
- পূরণকৃত এমবারকেশন কার্ড,
- মেডিকেল পরীক্ষার সনদ,
- বিএমইটি'র বহির্গমন ছাড়পত্র,
- চাকরি শর্ত/চুক্তি এবং ওয়ার্ক পারমিট,
- **বিএমইটি'র প্রাক-গমন প্রশিক্ষণ কোর্সের বুকলেট,**
- **চাকরিদাতার ঠিকানা,**
- গন্তব্য দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসের ঠিকানা এবং
- ব্যাংক একাউন্ট নং ও ব্যাংক সংক্রান্ত সকল কাগজের ফটোকপি।

ভিসা সিলসহ পাসপোর্ট

এই চেকলিষ্ট এবং সমস্ত কাগজপত্র বিমান বন্দরে যাবার সময় সাথে রাখবেন। সমস্ত কাগজপত্রের দুই সেট ফটোকপি করুন। এক সেট আপনার বাড়িতে নিরাপদ কোন জায়গায় তালা দিয়ে অথবা দায়িত্বসম্পন্ন কারও হেফাজতে রেখে যান এবং অন্য কপি ভ্রমণকালীন সময়ে আপনার সাথে রাখুন। ফ্লাইটের সিডিউল ঠিক আছে কিনা তা বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে আবার জেনে নিন। **যাত্রী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ফ্লাইট ছাড়ার ৩ ঘন্টা পূর্বে বিমানবন্দরে উপস্থিত হবেন। ঢোকার আগে বিমান ওঠা নামার সময় মনিটরে দেখা যাবে এবং মনিটরে বিমান বন্দরের সমস্ত যাতায়াত পথ দিক নির্দেশনাকারী তীর চিহ্ন দিয়ে দেখানো আছে। এরপরও না বুঝলে ইমিগ্রেশন পুলিশ ও প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের কর্মকর্তাদের সহায়তা নিতে পারেন।**

বিদেশে যাবার সময়ে বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা

সিকিউরিটি চেক ও কাষ্টমস চেকিং

সিকিউরিটি চেকের জন্য বিমান বন্দরে ঢুকেই মালপত্র স্ক্যানিং করাতে হবে। প্রয়োজনে কাষ্টমস অফিসার

বহির্গমন বিমানবন্দরে প্রবেশ

বহির্গমন বিমানবন্দরে সিকিউরিটি চেক

অভিবাসীর ব্যাগ খুলে দেখতে পারেন। তাই সাথে দড়ি ও টেপ নিয়ে আসবেন যেন আবার ব্যাগগুলো ভালভাবে বন্ধ করতে পারেন।

এয়ারলাইন্স কাউন্টারে চেক ইন

বোর্ডিং এর ঘোষণা হলে চেক ইন এর জন্য অভিবাসী যে এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে যাচ্ছেন তাদের কাউন্টারের লাইনে দাঁড়ান। এখানে তাদের পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিট কর্তব্যরত অফিসার দেখবেন। এখানে অভিবাসীকে বোর্ডিং কার্ড দেওয়া হবে। এই কার্ডে সিট নং লেখা থাকবে। এখানে মালামাল ওজন করে দেবে। মনে রাখতে হবে ঘোষিত ওজনের বেশি হলে অভিবাসীকে টাকা দিতে হবে। হাতে একটি নির্দিষ্ট ওজনের বেশি ব্যাগ রাখা যাবেনা।

বহির্গমন বিমানবন্দরে চেক ইন

এখানে বিশেষভাবে আরও মনে রাখতে হবে যে অন্য যে কেউ একই গন্তব্যে যাবে বলে আপনাকে কোন ব্যাগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে পারেন। অনুরোধে অন্যের ব্যাগ নিলে যেকোন সময় বিপদ হতে পারে, কারণ ঐ ব্যাগে কোন অবৈধ জিনিস বা বিস্ফোরক

এমবারকেশন কার্ড পূরণ

থাকলে তা আপনার বিপদ ডেকে আনতে পারে। চেক ইন ব্যাগে একটি ব্যাগেজ ষ্ট্যাম্প লাগানো হবে এবং আরেকটি অংশ অভিবাসীর টিকেটে লাগানো হবে। সাথে পূরণকৃত বা খালি এমবারকেশন কার্ড না থাকলে চেক ইন কাউন্টার থেকে চেয়ে নিয়ে তা পূরণ করতে হবে।

জনশক্তি ব্যুরোর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক

সিকিউরিটি ও কাষ্টমস চেকিং এর পর বিমানবন্দরে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক রয়েছে। এখানে অভিবাসীর বহির্গমন ছাড়পত্র সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয়। এরপর ইমিগ্রেশন ডেস্কে যান।

বিমানবন্দরে **জনশক্তি ব্যুরোর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক**

ইমিগ্রেশন

এরপর ইমিগ্রেশন ডেস্কে যেতে হয় যেখানে অভিবাসীকে এমবারকেশন কার্ড, পাসপোর্ট ও ভিসা জমা দিতে হয়।

ানবন্দরে ইমিগ্রেশন

বোর্ডিং এর জন্য বসার ঘরে ঢোকার আগে হাতের ব্যাগ স্ক্যানিং

বোর্ডিং এর জন্য বসার ঘরে ঢোকার আগে যাত্রীর শরীর পরীক্ষা

বোর্ডিং এর আগে অপেক্ষা করছে যাত্রী

এখানে ইমিগ্রেশন অফিসার অভিবাসীকে প্রশ্ন করতে পারেন। সব কিছু ঠিক থাকলে ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্টে ভ্রমণের দিন ও সময়সহ বহির্গমন সিল দেবেন যা ভিতরে প্রবেশের অনুমতি বোঝায়। ইমিগ্রেশন হয়ে গেলে যে বিমানে যাবেন তার জন্য ঠিক করা রুম নম্বর দেওয়া হবে। সেখানে অপেক্ষা করতে হবে। ঐরুমে ঢোকার সময় আবার হাতের মালামাল ও শরীর পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

বোর্ডিং

বিমান ছাড়ার সময় হলে বিমানে ওঠার জন্য মাইকের মাধ্যমে ডাকা হবে এবং ডিসপ্লে বোর্ড ও টেলিভিশন মনিটরে তা দেখানো হবে। ঘোষণার পরই বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে বিমানের দিকে অগ্রসর হতে হবে।

বোর্ডিং এবং বিমানের ভিতরের দৃশ্য

বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে দিক নির্দেশনাকারী তীর চিহ্ন

বিমানে উঠলে বিমানবালা তাকে নির্ধারিত সিটে বসতে সহায়তা করবেন।

বিমানের ভেতর যা করণীয়

বিমানবালা অভিবাসীকে নির্দিষ্ট আসনে বসতে সাহায্য করবেন। নির্দিষ্ট সময় পরে তাকে খাবার দেওয়া হবে।

বিমানের অভ্যন্তরে টয়লেট

বেল্ট বাঁধছেন যাত্রী

বেশিরভাগ আন্তর্জাতিক বিমানে ধুমপান নিষেধ। বিমান উড্ডয়ন ও অবতরণকালীন মোবাইল ফোন ও রেডিও ব্যবহার করা নিষেধ। প্রয়োজনে টয়লেট ব্যবহার করতে পারবেন। টয়লেটের বাইরে **Occupy** লেখা থাকলে বা ছিটকানীতে লাল অংশ দেখা গেলে বুঝতে হবে টয়লেটের ভেতর কেউ আছে। সুতরাং সে সময়ে টয়লেটের দরজায় ধাক্কা দেওয়া যাবে না। বিমানে অবস্থানকালে কোমরে বেল্ট বেঁধে রাখতে হবে। বেল্ট বাঁধার জন্য পাশের লোকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

রস্থ টয়লেটের ভেতরের দৃশ্য

হাতে বহনকৃত মূদ্রা

যে কোন বাংলাদেশী বিদেশে গেলে বছরে ৩০০০ মার্কিন ডলার বৈধভাবে বিদেশে নিয়ে যেতে পারবে। এটা পাসপোর্টের মাধ্যমে হতে হবে। এর চেয়ে বেশি টাকা আনা-নেওয়া করতে হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতির প্রয়োজন। আবার সাথে নিয়ে আসলে বিমান বন্দরে ঘোষণা দিতে হয়। এছাড়া বাংলাদেশী মুদ্রায় সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা যে কোন ব্যক্তি সাথে করে নিয়ে যেতে ও ফেরৎ আনতে পারেন।

গন্তব্য দেশের বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা

গন্তব্য দেশের বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা বেশ জটিল। এই অধ্যায় শেষে এই কাজটি অনেক সহজ হবে। **বিমানে থাকা অবস্থায় ইমিগ্রেশন ডিসএমবারকেশন ফর্ম ও কাষ্টমস ডিক্লেয়ারেশন ফর্ম দেওয়া হবে এবং তা পূরণ করে রাখুন। বিমান পুরাপুরি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।**

ইমিগ্রেশন

বিমান থেকে নেমে ইমিগ্রেশন ডেস্কে যেতে লাইন দিতে হবে। ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্ট ও ভিসা যাচাই করবেন। ইমিগ্রেশন অফিসার অভিবাসীর ভ্রমণের উদ্দেশ্য জানতে চাইবেন, সন্দেহ হলে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যার যুক্তিযুক্ত এবং সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য প্রস্তত থাকুন। সবকিছু ঠিক থাকলে ইমিগ্রেশন অফিসার অভিবাসীর পাসপোর্টে ঐদেশে আগমনের তারিখসহ সিল দিয়ে দেবেন ।

মালপত্র সংগ্রহ

ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষ হলে মনিটরে নির্দেশিত নম্বর বেল্টে যেতে হবে মালামাল সংগ্রহের জন্য। কনভেয়ার বেল্টের উপর ফ্লাইট নম্বর দেওয়া থাকবে। ব্যাগ হারানো গেলে সাথে সাথে এয়ারলাইন্সকে জানাতে হবে এবং ক্লেইম ফর্ম পূরণ করতে হবে। এয়ারলাইন্স ব্যাগ খুঁজে বের করে অভিবাসীর সাথে যোগাযোগ করবে। অভিবাসীর হারানো ব্যাগ পৌঁছে দেওয়া হবে। না পাওয়া গেলে টিকেটে উল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মালামাল সংগৃহীত হলে নির্ধারিত বহির্গমন পথ দিয়ে বের হবেন। তার আগে আবার মালামাল স্ক্যানিং করতে হতে পারে ।

গেজ সংগ্রহ

ট্রানজিট

অনেক সময় সরাসরি বাংলাদেশ থেকে বিমান অভিবাসনের দেশে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মাঝ পথে বিমান বদল করতে হয়। মাঝে কোন দেশে থাকতে হলে তাকে বলে ট্রানজিট দেশ। অভিবাসীকে যদি ট্রানজিট করে অন্য বিমানে উঠতে হয় তাহলে মালামাল সংগ্রহের প্রয়োজন নেই, মালামাল সরাসরি অন্য বিমানে চলে যাবে এবং গন্তব্য দেশের বিমানবন্দরে গিয়ে অনুরূপভাবে মালামাল সংগ্রহ করতে হবে ।

ট্রানজিটের জন্য যাত্রীদের অপেক্ষা

বিমানবন্দর ত্যাগ

অভিবাসীর চাকরিদাতার পক্ষ থেকে কেউ অপেক্ষা করলে তার সাথে গিয়ে কাজে যোগদান করতে হবে অথবা **Exit** লেখা তীর চিহ্ন অনুসরণ করে গিয়ে ট্যাক্সি বা বাস নিয়ে কাজের ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।